বৈরুতের ঘটনা হৃদয়বিদারক-মর্মস্পর্শী : ফখরুল

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, মঙ্গলবার বৈরুতের বন্দর এলাকায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে নিহত ও আহতের ঘটনা হৃদয়বিদারক-মর্মস্পর্শী। আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এ ঘটনায় অনেকে নিহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মর্মস্পর্শী এ ঘটনায় আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। ইতিহাসে এ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের নজির পাওয়া দুষ্কর। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে পুরো বৈরুত কেঁপে ওঠে, বিভিন্ন ভবনের জানালা ও দরজার কাঁচ ভেঙ্গে যায় এবং অনেক ভবনের বেলকোনি ধসে পড়ে। আগুনের কুণ্ডলী ও ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আকাশ। এ ক্রান্তিকালে লেবাননবাসী ও তাদের সরকার যে অসীম ধৈর্য্যধারণ করে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে বিশ্বসম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করবে।

লেবাননের সরকার ও জনগণ অতিদ্রুত এ সংকট কাটাতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। আমি লেবাননের শোকার্ত জনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এ মর্মান্তিক বিস্ফোরণে লেবাননবাসীর বেদনার সঙ্গে আমিও সমব্যথী। চারজন বাংলাদেশিসহ যারা ওই বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করছি এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২১ জন সদস্যসহ চার সহস্রাধিক আহত মানুষের আশু সুস্থতা কামনা করছি, যোগ করেন ফখরুল।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

অধিকার আদায়ে এবার সংগঠিত হল

সুরকার ও সংগীত পরিচালকরা

গানের মানুষেরা একে একে নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠছেন। সুবিধাবঞ্চিত হয়ে আসা গানের স্রষ্টারা দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে নানা অনিয়মের কারণে সম্প্রতি যৌক্তিক অধিকার ও যথাযথ সম্মানী আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হলেন। অন্তর্জালে কয়েক দফা বৈঠক শেষে গড়ে তোলেন ‘গীতিকবি সংঘ, বাংলাদেশ’ নামের সংগঠন।

গীতিকবিদের পর এবার এক হলেন সুরকার-সংগীত পরিচালকরা। গঠন করলেন ‘মিউজিক কম্পোজার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’ নামে নিজেদের সংগঠন। এ বিষয়ে সংগীত পরিচালক ফরিদ আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, সুরকার-সংগীত পরিচালকদের নিয়ে এমন একটি সংগঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সদ্য প্রয়াত আজাদ রহমান, সঙ্গে আমিও ছিলাম। একটি কমিটিও করেছিলাম। সেখানে আজাদ ভাই সভাপতি আর আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু সেটি প্রকাশের আগেই প্রয়াত হন আজাদ ভাই (১৬ মে, ২০২০)। অসম্পূর্ণ সেই উদ্যোগটিকে এখন বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের পেশাগত এবং সামাজিক সমস্যার সমাধানে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলাম এবং সেটির খুব দরকারও বটে। এই সংগঠনে লক্ষ্য- দেশীয় সংগীতের উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখা। আর তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় এক সভায় আমরা গঠন করি ‘মিউজিক কম্পোজার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’ নামের সংগঠনটি।

সভায় শেখ সাদী খানকে প্রধান আহ্বায়ক করে ১১ সদস্যের কমিটি চূড়ান্ত করা হয়। এতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন- নকীব খান, আনিসুর রহমান তনু, ফরিদ আহমেদ, ফোয়াদ নাসের বাবু, রিপন খান, শওকত আলী ইমন, পার্থ বড়ুয়া, এস আই টুটুল, পার্থ মজুমদার ও বাপ্পা মজুমদার। জ্যেষ্ঠ সংগীত পরিচালক আলী হোসেন, আলম খান, মো. শাহ্ নেওয়াজ প্রমুখ এই সংগঠনের উপদেষ্টা হিসেবে থাকছেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

সুশান্তের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়, প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট!

সুশান্ত সিং রাজপুত এর বাবা কে কে সিং দাবি করেছেন ফেব্রুয়ারি মাসেই মুম্বাই পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন তিনি। জানিয়েছিলেন সুশান্তের জীবনে কোনো বিপদ আসতে পারে। কিন্তু মুম্বাই পুলিশ কোনো রকম পদক্ষেপ করেনি বলে দাবি করেছেন সুশান্তের বাবা। সেই সময় সুশান্ত, তার দিদি প্রিয়াঙ্কা, দুলাভাই তথা হরিয়ানার পুলিশ ওপি সিং এর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে কিছু কথাবার্তা হয়। সেই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এর কিছু অংশ সংবাদমাধ্যম টাইমস নাও প্রকাশ করেছে।

জানা যাচ্ছে, এই সময় বান্দ্রার ডিসিপি পরমজিৎ সিংকে জানানো হয় সুশান্তের কাছে হুমকি আসছে। সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি এই সংক্রান্ত খবরাখবর তাদের যাতে জানানো হয় তার আবেদন করেছিল সুশান্তের পরিবার। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ১৪ জুন বান্দ্রার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় সুশান্তের ঝুলন্ত দেহ। মুম্বাই পুলিশ জানায় আত্মঘাতী হয়েছেন অভিনেতা।

টাইমস নাও-এর হাতে আসা হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এ দেখা যাচ্ছে, সুশান্ত এর দুলাভাই তাকে মেসেজ করে বলছেন, তাকে নিয়ে খুব চিন্তায় রয়েছে পরিবার। তিনি লিখছেন, তোমার পরিবারের সকলে তোমার স্বাস্থ্য নিয়ে খুব চিন্তায় রয়েছে। তারা ভাবছে তোমার ক্ষতি করছে কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী মানুষ, যারা তোমাকে ভুল ওষুধ দিচ্ছে এবং ঠিকমত খেতে দিচ্ছে না, ঘুমোতে দিচ্ছে না। তোমায় হতাশায় ভুগতে বাধ্য করছে এবং নিজেদের বশে রাখছে। তারা তোমার টাকা ওড়াচ্ছে এবং তোমার সমস্ত কন্টাক্ট ব্যবহার করছে।

সুশান্তের দুলাভাই এই সমস্তটাই জানিয়েছিলেন বান্দ্রা ডিসিপিকে। তিনি সেই চ্যাটে সুশান্তকে বলেছিলেন, কোনও কিছু সমস্যা হলে সেটা পুলিশের জানা উচিত। তাই তিনি সমস্ত বিষয় বান্দ্রা পুলিশকে জানাবেন। তিনি হোয়াটসঅ্যাপে আরও লিখেছিলেন, আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে জানতে পেরেছি যে সুশান্তকে বাঁচানোর জন্য আমাদের কাছে বেশি সময় নেই। রিয়া নামের মেয়েটি মিরান্ডা ও শ্রুতিকে কাজে লাগিয়ে

সুশান্তকে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক দিক থেকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছে।

সুশান্তের বোন একটি মেসেজে লিখেছিলেন, রিয়া চাইছে সুশান্তের সমস্ত মূল্যবান যোগাযোগ ব্যবহার করে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা তৈরি করতে। সুশান্ত এর উপর ভর করে বলিউডে খ্যাতি পেতে চাইছে। সুশান্তের কাছে সময় থাকলেও ও কিন্তু আমাদের সাবধান করেছে। ওকে কড়া ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। রিয়ার ঠিক করা তিনজন চিকিৎসক ওকে কড়া সাইকোটিক ওষুধ দিয়েছে যার প্রেসক্রিপশন রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার মূলে রয়েছে রিয়া এবং ওর পরিবার।

এই সমস্ত কথাবার্তাই হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে। চ্যাট থেকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় যে খুবই চিন্তিত ছিল সুশান্ত সিং রাজপুত এর পরিবার। সুশান্তের সঙ্গে যে খারাপ কিছু হতে চলেছে তার আশঙ্কা করেছিলেন তারা আগেই। কিন্তু মুম্বাই পুলিশকে জানিয়ে কোনো কাজ হয়নি। সূত্র: কলকাতা ২৪x৭।

চীনে পোকার কামড়ে নতুন ভাইরাস : ৭ জনের মৃত্যু, সংক্রামিত ৬০

উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস সামলাতে গোটা দুনিয়া হিমশিম খাচ্ছে। এরই মধ্যে সাত লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এক কোটি ৮০ লাখের উপর আক্রান্ত। এর মধ্যে আবার নতুন ভাইরাসের উৎপাত শুরু হয়েছে চীনে। বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, বিশেষ এক ধরনের রক্তচোষা পোকার কামড় থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ভাইরাসের সংক্রমণ। চীনের নতুন এই ভাইরাসে এরই মধ্যে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। সংক্রামিতের সংখ্যা ৬০ ছাড়িয়েছে।

চীনের গ্লোবাল টাইমসের রিপোর্ট অনুযায়ী, পূর্ব চীনের জিয়াংসু প্রদেশ এখনও পর্যন্ত ৩৭ জনের শরীরে নয়া SFTS ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই ভাইরাসের কমন লক্ষণের মধ্যে রয়েছে জ্বর, সর্দিকাশি, সেইসঙ্গে লিউকোসাইটের সংখ্যা হ্রাস। যাকে

একসঙ্গে বলা হচ্ছে SFTS। অন্য দিকে, পূর্ব চীনের আনহুই প্রদেশও আরও ২৩ জন নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত। কোভিড ভাইরাসের মতো নয়া SFTS ভাইরাস প্রাণঘাতী কি না, তা এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছে। তবে, কোভিড থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার আর গাছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে না চীন। বিশেষত, সাত জনের প্রাণহানির উপর।

জিয়াংসু প্রদেশের রাজধানী নানজিংয়ের এক আক্রান্ত নারী জ্বর-সর্দির মতো সাধারণ উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। জ্বর না-কমায় চিকিৎসকেরা রক্তপরীক্ষা করাতে দেন। দেখা যায় লিউকোসাইট কমে গিয়েছে। প্লেটলেটের সংখ্যাও স্বাভাবিকের তুলনায় কম। হাসপাতালে রেখে এক মাসের উপর চিকিৎসা চলে। তার পরেই নারী সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরে, জানা যায় নারী নতুন ভাইরাসে আক্রান্ত।

গ্লোবাল টাইমসের রিপোর্টে বলা হয়েছে, আনহুই ও জিয়াংসু প্রদেশে নয়া ভাইরাসের সংক্রমণে সাত জন এ পর্যন্ত মারা গেছেন। যদি চীনের ভাইরাস বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, SFTS ভাইরাস (SFTS Virus) আদতে নতুন ভাইরাস নয়। ২০১১ সালেই এই ভাইরাসের প্যাথোজেনকে পৃথক করা হয়। এটি বুনিয়াভাইরাস (Bunyavirus)-এর ক্যাটেগরিতে পড়ছে।

ভাইরোলজিস্টদের ধারণা, বিশের একধরনের রক্তচোষা পোকার কামড় থেকেই মানুষের শরীরে এই ভাইরাস সংক্রামিত হয়েছে। তবে, মানুষ থেকে মানুষের শরীরে সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা তাঁরা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। রক্ত বা মিউকাস থেকে ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বলে সতর্ক করেছেন চীনের ঝিজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের চিকিৎসক শেং জিফাং।

চিকিত্‌সকেরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, পোকার দংশনই হল প্রধান সংক্রমণ রুট। তাই একটু সাবধানে থাকতে হবে। তবে, এই ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই, এটি বলে। তবে, এই বুনিয়াভাইরাস নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হয়ে পড়ার মতো কিছু ঘটেনি।

সূত্র : এই সময়।

মেহেরপুর দুই সাবেক ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বারিকুল ইসলাম লিজন ও সদর থানার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আনন্দর নামে আদালাতে মামলা ও সদর থানায় এজহার করেছে খোকন নামে এক ব্যক্তি। অজ্ঞাতনামা রয়েছে ৬/৭ জনের বিরুদ্ধে।

বুধবার দুপুরে এ মামলা করা হয়েছে মেহেরপুর আদালাতে। মামলা নং ১৯৯/২০। মামলা তদন্তের জন্য জেলা গোয়েন্দা পুলিশের(ডিবি) কাছে দিয়েছে আদালত। লিজন আমদাহ ইউপি চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামের ছেলে। আনন্দ শহরের গোরস্থান পাড়ার আব্দুল বারি ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলা আশরাফপুর গ্রামের মৃত হাবিবুর রহমান হবির ছেলে খোকন কে মারপিট করেছে জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বারিকুল ইসলাম লিজন ও সদর থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আনন্দ।

গত ১ আগস্ট ঈদের দিন বিকালে আশরাফপুর গ্রামের সোহাগ ও আশরাফুল নামে দুই যুবক সজিবকে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপিয়ে জখম করলে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়।

গ্রামের ছেলে হিসেবে সজীবকে হাসপাতালে দেখতে যায় খোকনসহ কয়েকজন। পরে লিজন ও আনন্দ সহ অজ্ঞাতনামা ৬/৭ জন হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে খোকনকে বলে এই তোরা এখানে কি করতে এসেছিস এই বলে হত্যার করার উদ্দেশ্যে এলোপাতাড়ী মারপিট করে খোকনকে। পরে পুলিশ গেলে জখম করে তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় হত্যার হুমকি দিয়ে বলে পরে দেখে নেব।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান গোলাম রসুল করোনা মুক্ত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি হাজী মোঃ গোলাম রসুল করোনা মুক্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে করোনা ভাইরাস ফলোআপ নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

গত ১৭ জুলাই করোনা ভাইরাস সন্দেহে সোয়াব পরীক্ষার জন্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুলের নমুনা পাঠানো হয়েছিল। ওই নমুনা তে তার পজিটিভ রিপোর্ট আসে।

১৫ দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর রিপোর্ট ২ সপ্তাহ পর আবার নমুনা পাঠানো হয়েছিল । এতে এবার তার নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

বর্তমানে গোলাম রসুল সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন বলে তিনি জানান।

কোটচাঁদপুরে পুলিশ ক্যাম্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর মডেল থানাধীন উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের লক্ষিপুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১২টার দিকে কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে স্থানীয় দোড়া ইউনিয়ন কার্যালয় মিলনায়তনে জনমত জরিপের এই ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোঃ মোহাইমিনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকি, সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, জেলা পরিষদ সদস্য শামীম আরা হ্যাপী।

এক সময়ের সন্ত্রাসী কবলিত এলাকা বলে খ্যাত উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের লক্ষিপুর বাজার সংলগ্ন নির্দিষ্ঠ স্থানে ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প। বর্তমান সময়ে এই জনপদের মানুষের দাবী সন্ত্রাস ও মাদক নিমূল এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অস্থায়ী এই পুলিশ ক্যাম্পকে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প হিসাবে ঘোষণা করা। এই জন্য সংশ্লিষ্ঠ ঊদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন জনপ্রতিনিধি সহ এই এলাকার সাধারণ মানুষ ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দোড়া ইউপি চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দীন, ক্যাম্প ইনচার্জ শুকুর আলী, থানার উপ-পরিদর্শক এস.আই আব্দুল মান্নান, এস.আই তৌফিক, এস.আই জাহিরুল, বিশিষ্ট শিল্পপতি মোঃ মহাসিন আলী বকুল, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক ইউপি সদস্য মইদুল ইসলাম, ইউপি সদস্য মিলন, ইউপি সদস্য ইদ্রিস আলী, সংরক্ষিত নারী ইউপি সদস্য আইশা খাতুন সহ স্থানীয় জনসাধারণ।

কুষ্টিয়ায় নৌকা ডুবে মা ও ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে ডিঙি নৌকা ডুবে মা-ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ৫ আগস্ট বুধবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সোনাতলা সাহেবনগর এলাকায় বন্যার পানিতে ডিঙি নৌকা ডুবে মা সেলিনা খাতুন (৩০) ও তার ছেলে সিয়াম
(১১) এর মৃত্যু হয়েছে।

এ সময় সেলিনার বাবা রসুল মন্ডল (৬২) ও সেলিনার ছোট ছেলে সাগর
(৯) সাঁতরিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল জানান, ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে ৪জন পদ্মার চরের তালতলা ঘাট থেকে সোনাতলা সাহেবনগর এলাকা যাওয়ার সময় সাহেবনগরের নিকট মহাবুল বিশ্বাসের বাগানের কাছে ডিঙি নৌকাটি উল্টে পানিতে ডুবে যায়।

এ সময় রসুল মন্ডল ও সাগর সাতরিয়ে কিনারে উঠলেও পানিতে ডুবে মারা যায় সেলিনা খাতুন ও তার ছেলে সিয়াম। পরে স্থানীয়রা তাদের লাশ উদ্ধার করে।

পদ্মা নদীতে বন্যার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় চরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ফলে চরাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম এখন ডিঙি নৌকা। ডিঙি নৌকায় চড়ে পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুরে নতুন রুপে রনি রেস্তোরাঁর যাত্রা শুরু

মেহেরপুর নিমতলা বাসস্ট্যান্ডে নতুন রুপে রনি রেস্তোরাঁর যাত্রা শুরু হলো।

বুধবার বিকালে মেহেরপুর হোটেল বাজারে রনি রেস্তোরাঁ ভিতরে দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে শুভ উদ্বোধন করে।

এ সময় রনি রেস্তোরাঁর মালিক জীবন বলেন আমরা প্রথম থেকেই সততার সাথে ব্যবসা করে আসছি। আসা করি করে যাবো। সব সময় আমাদের চেষ্টা থাকবে আমরা যেনো আপনাদের সেবাটা ঠিক ভাবে দিতে পারি।

এখানে উন্নত মানের খাবার পরিবারের সবাই মিলে এক সঙ্গে খেতে পারবেন।

গাংনী হাসপাতালে সংক্রমণ ঠেকাতে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি কর্তৃপক্ষ

মেহেরপুরের গাংনী হাসপাতালের ডাক্তার,নার্স সহ ৬জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে। সংক্রামণ ছড়িয়ে পড়ায় আশঙ্কায় হাসপাতালে কর্মরত ও সেবা নিতে আসা রুগী ও তার স্বজনরা পড়েছে বিপাকে। এছাড়া গাংনী হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুনের স্বামী আবু শামা ও মেডিক্যাল টেকনোলজি ল্যাব সুনিতা রানীর স্বামী অশোক চদ্র বিশ্বাস করোনা পজেটিভ।

হাসপাতাল থেকে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন বলে ধারনা তাদের। ইতোমধ্যে মেডিক্যাল টেকনোলজি ল্যাব সুনিতা রানীর করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দিয়েছেন।

আক্রান্তরা হলেন,গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম,আবাসিক মেড্যিাকল অফিসার ডা: সাদিয়া সুলতানা,ডা: হামিদুল ইসলাম,সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুন,উপসহকারী কমিউনিটি মেড্যিাকল অফিসার তানভীর আহমেদ ও অফিস সহকারী আসাদুজ্জামান লিটন। এর মধ্যে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম সুস্থ হয়েছেন।

আক্রান্ত কয়েকজন ডাক্তার জানান,করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা নেয়ার ৫দিন পর ফলাফল পাওয়া গেছে। ঐ ৫দিন হাসপাতালের ইনডোর আউটডোরে রুগী দেখেছেন তারা। তাদের কাছ থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশংখা করছেন স্থানীয়রা। এদিকে গাংনী হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স আমেনা খাতুনের করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করলেও ফলাফল পেতে কয়েকদিন সময় লেগেছে এর মধ্যে সে হাসপাতালের দুটি ওয়ার্ডেই কর্মরত ছিলো। তার কাছ থেকে অন্যান্য রুগী ও তার স্বজন ছাড়াও সহকার্মীরা সংক্রামিত হতে পারে বলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে করোনা পজেটিভ ডাক্তার নার্স ও অফিস সহকারীর সংস্পর্শ আসা হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের হোমকোয়ারেন্টাই না করায় ক্ষোভ জানিয়েছেন তার স্বজনরা। আক্রান্তদের কাছ থেকে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়তে পারে এ জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে চাইলে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা:

রিয়াজুল আলম বলেন, তিনি বলেন হাসপাতাল তো বন্ধ রাখা যাবেনা। সিমাবদ্ধার মধ্যেও সেবা দিতে হবে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা: মো: নাসির উদ্দীন জানান, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলমকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য: গাংনী উপজেলায় মোট করোনা আক্রান্ত ৮৬,সুস্থ ৪০ ও মৃত্যু ৩ জন।